উবুন্টু ১২.০৪-এ যেসব পরিবর্তন হতে যাচ্ছে

মোঃ আমিনুল ইসলাম সজীব

ওপেন সোর্স ও বিনামূল্যের অপারেটিং সিস্টেমের জগতে শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে ক্যানোনিক্যালের প্রকাশিত উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেম। ব্যবহারবান্ধব, অধিক নিরাপত্তা, সিস্টেমের স্থায়িত্ব ইত্যাদি নানা কারণে ওপেন সোর্সপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে উবুন্টু। এমনকি একে কাস্টোমাইজ করে তৈরি লিনআক্স মিন্ট অপারেটিং সিস্টেমও দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহার হওয়া লিনআক্স অপারেটিং সিস্টেমের স্থান দখল করে নিয়েছে।

উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেমের একটি বৈশিষ্ট্য হলো নিয়মিত আপডেট। প্রতি ছয় মাস পরপর উবুন্টু নতুন সংস্করণ উন্মুক্ত করা হয়। আবার এই সংস্করণগুলোতেও প্রতিনিয়ত সর্বশেষ সিকিউরিটি ও সফটওয়্যার আপডেট সরবরাহ করা হয়। তাই ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো সংস্করণ ব্যবহার করতে পারেন।

উবুন্টুর সর্বশেষ সংস্করণ ১১.১০ অবমুক্ত হওয়ার পর এখন জল্পনা-কল্পনা চলছে পরবর্তী সংস্করণ ১২.০৪ ঘিরে। কেননা ১২.০৪ হচ্ছে উবুন্টুর এলটিএস রিলিজ। উল্লেখ্য, এলটিএস হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি টার্ম সাপোর্টের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রতি ছয় মাস পরপর উবুন্টুর যে সংস্করণগুলো বের হয় সেগুলোতে পরবর্তী ১৮ মাস পর্যন্ত সিকিউরিটি সংক্রান্ত আপডেট দেয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিরাপত্তার স্বার্থেই ১৮ মাসের পর ব্যবহারকারীকে পরবর্তী সংস্করণে আপগ্রেড করতে হয়। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের কমপিউটারে প্রতি ১৮ মাস পরপর নতুন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা বেশ ঝামেলার কাজ। এ জন্য এলটিএস রিলিজগুলোতে ক্যানোনিক্যাল ৫ বছর পর্যন্ত টানা সিকিউরিটি আপডেট দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ এলটিএস রিলিজ ১০.০৪ পর্যন্ত ডেস্কটপ কমপিউটারে ৩ বছর এবং সার্ভারে ৫ বছর পর্যন্ত সাপোর্ট দেয়া হয়েছিল।

তবে আগামী এলটিএস রিলিজ থেকে ডেস্কটপ ও সার্ভার দুটোতেই ৫ বছর পর্যন্ত সাপোর্ট দেয়া হবে। দুই বছর পরপর অবমুক্ত হওয়া এলটিএস রিলিজগুলোর জন্য আলাদা কোনো টাকা-পয়সা দিতে হয় না। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রের কমপিউটারের উদ্দেশ্যে এই সংস্করণগুলো তৈরি হয় বলে এলটিএস নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা একটু বেশিই থাকে।

সম্প্রতি ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত উবুন্টু ডেভেলপার সামিট শেষে আগামী এলটিএস রিলিজ ১২.০৪ (কোডনেম 'প্রিসাইজ পেঙ্গুলিন')-এর সম্ভাব্য পরিবর্তন বা আপডেট নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ হয়েছে ওয়েবসাইটে।

৬৪ বিট প্রমোশন

প্রিসাইজ সংস্করণ থেকে শুরু করে উবুন্টু ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেমের ওপর জোর দেবে বলে জানা গেছে। উবুন্টুর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে গেলে ডিফল্ট অবস্থায় ৬৪ বিট সংস্করণটিই ডাউনলোড হবে। তবে ব্যবহারকারীরা চাইলে ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেমও ডাউনলোড করতে পারবেন বলে জানা গেছে।

৭৫০ মেগাবাইট ডিস্ক সাইজ

উবুন্টুর সাইট থেকে আইএসও ফাইল ডাউনলোড করে তা দিয়েই বুটেবল সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ তৈরি করা হয়ে থাকে। এতদিন এই আইএসও ফাইলের সাইজ ৭০০ মেগাবাইটের নিচে হওয়ায় সিডিতে সহজেই রাইট করে উবুন্টু লাইভ সিডি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তবে ১২.০৪ থেকে আইএসও ফাইলের আকার ৭৫০ মেগাবাইট হতে পারে, যার ফলে হয়তো সিডিতে আর উবুন্টু ধারণ করা সম্ভব হবে না। ডিভিডিতে উবুন্টু বার্ন করতে হবে অথবা পেনড্রাইভে বুটেবল করে তা থেকে উবুন্টু চালাতে হবে।

ইউনিটি গ্রিটার

গ্রিটার হচ্ছে লাইটডিএমের লগইন সিস্টেম। লাইটডিএম ব্যবহারকারীদের দিয়ে সেট করা ওয়ালপেপার ব্যবহার করবে, যা গ্রিটারেও দেয়া হবে। এছাড়া লক স্ক্রিনে শুধু একটি মেসেজবক্স দেখানোর বদলে লাইটডিএমের মাধ্যমে তৈরি ইউনিটি গ্রিটার দেখানো হতে পারে।

ইউনিটি গ্রিটারের ফলে নতুন নতুন থিম উইজেট যুক্ত করা হবে। এছাড়া লগইন বক্সকে উবুন্টু ১১.১০-এ আসা লেন্সের মতো করে তৈরি করা হবে। পাশাপাশি লগইন ও পাসওয়ার্ড সংক্রান্তবিভিন্ন স্ক্রিনে ডিজাইনও উন্নত করা হবে।

লগইন

ডেভেলপার কনফারেন্সে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে ব্যবহারকারী কমপিউটারে লগইন করবেন। প্রস্তাব করা হয়েছিল, ব্যবহারকারী তাদের উবুন্টু ওয়ান অথবা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেই উবুন্টুতে লগইন করতে পারবেন। তবে এই সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি, কেননা এতে বিভিন্ন সমস্যা হয়ে গেছে। যেমন ফেসবুক বা উবুন্টু ওয়ানের ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হলে ব্যবহারকারীকে ওই সময় ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। তবে শেষ মুহূর্তে আবার বিকল্প লগইন ব্যবস্থা হিসেবে ফেসবুক/উবুন্টু ওয়ান এবং লোকাল পাসওয়ার্ডও দেয়া হতে পারে।

উবুন্টু সফটওয়্যার সেন্টার

উবুন্টু সফটওয়্যার সেন্টারকে সম্পূর্ণ রিডিজাইন করা হয়েছে সর্বশেষ সংস্করণ ১১.১০-এ। তবে এখানেই থেমে নেই। জানা গেছে, আগামী এলটিএস রিলিজ প্রিসাইজ পেঙ্গুলিনে এর আরও উন্নতি সাধন করা হবে। বিশেষ করে স্টার্টআপ টাইম বর্তমান ১১.২ সেকেন্ড থেকে কমিয়ে মাত্র ২ সেকেন্ডে করার টার্গেট রয়েছে বলে জানিয়েছেন ডেভেলপাররা। এছাড়া সফটওয়্যার সেন্টারে একটি চেকবক্স থাকবে যাতে টিকচিহ্ন দিলে নতুন ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো লঞ্চারে যুক্ত হয়ে যাবে।

সিন্যাপটিক প্যাকেজ ম্যানেজারে থাকা আরও বিভিন্ন সুবিধাও উবুন্টু সফটওয়্যার সেন্টারে যোগ করার কাজ চলছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি নতুন কিছু বিভাগও যোগ করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ই-বুক, ভিডিও, ইন্ডিকেটর, লেন্স ইত্যাদি। এছাড়া প্লাগইনসের জন্যও সাপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে বলে ডেভেলপাররা জানিয়েছেন।

রিদমবক্স

ডিফল্ট মিউজিক প্লেয়ার হিসেবে সাম্প্রতিক কিছু সংস্করণে বানশি মিউজিক প্লেয়ার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পারফরম্যান্স ও ইউজার ইন্টারফেস খুবই খারাপ হওয়ায় ডেভেলপারেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রিসাইজ থেকে একে বাদ দেয়ার। তাই উবুন্টু ১২.০৪-এ ডিফল্ট মিউজিক প্লেয়ার হিসেবে ফিরে আসছে রিদমবক্স।

এছাড়া নোট রাখার অ্যাপ্লিকেশন টমবয় নোটসও বাদ দেয়া হচ্ছে নতুন সংস্করণ থেকে। পাশাপাশি পিটিভি ভিডিও এডিটর, গ্লোম সুশি এবং গ্লোম ডকুমেন্টসও বাদ পড়বে প্রিসাইজ থেকে।

উবুন্টুর পাশাপাশি শুবুন্টু ও কুবুন্টুতেও নতুন এই সংস্করণে বেশ কিছু আপডেট আসছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমকেই আগের এলটিএস রিলিজ ১০.০৪ থেকে নতুন একটি রূপ দিতে যাচ্ছে ক্যানোনিক্যাল। বলা বাহুল্য, উবুন্টু ১০.০৪ এলটিএস প্রথম রিলিজ হওয়ার পরও ব্যাপক সাড়া পায়। কেননা ১০.০৪-এর ডিজাইন ছিল এর আগের সংস্করণ ৯.১০ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পারফরম্যান্সও ছিল তুলনামূলক উন্নত। তাই সারা বিশ্বের উবুন্টুপ্রেমীরা এখন ব্যাপক প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় আছেন কখন আলফা, বেটা এবং রিলিজ ক্যান্ডিডেট শেষে অবমুক্ত হবে উবুন্টুর নতুন লং টার্ম সাপোর্ট রিলিজ ১২.০৪ প্রিসাইজ পেঙ্গুলিন।

ফিডব্যাক : sajib@ajsjournal.com